Global Schools Program

পাঠের সারকথা

৪র্থ শ্রেণি

সূত্র: Reimers, F. (2017). *Empowering students to improve the world in sixty lessons*. 1st ed. Createspace Independent Publishing Platform.

স্বত্বাধিকার: © 2017 Fernando M. Reimers. এই প্রকল্প the Creative Commons Attribution 4.0 International License দ্বারা অনুমোদিত। অনুমোদনপত্রের অনুলিপি দেখুন এখানে: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত।

সতর্কীকরণ: সংশ্লিষ্ট পাঠ পরিকল্পনা Global Schools Program কর্তৃক এককভাবে প্রস্তুতকৃত ও মুদ্রিত।

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
17 GOALS TO TRANSFORM OUR WORLD

Global Schools Program

এক নজরে	
শিখন লক্ষ্য এই অধ্যায় শিক্ষার্থীদেরকে বৃহত্তর বিশ্বের আলোকে তাদের অবস্থান এবং ব্যক্তিগত মূল্যবোধ সাপেক্ষে বিশ্বের সকল উপাদানের আন্তঃসম্পর্ক অনুধাবন করতে সাহায্য করবে। যদিও ধারাবাহিক ৫টি পাঠের সংকলন হিসেবে এই অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে, তবে প্রতিটি পাঠ পৃথকভাবেও পড়ানো যাবে। প্রতি পাঠে পরবর্তী পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগাম ধারণা দেওয়া হয়েছে।	
বিষয়বস্তু	
পাঠ ১	আত্ম-পরিচয়ের বিকাশ
পাঠ ২	পরিবেশ সম্পর্কে জানা
পাঠ ৩	রাষ্ট্র ও সম্পদ
পাঠ ৪	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) ও করণীয় ধাপসমূহ
পাঠ ৫	সবে মিলে করি কাজ
শিখন ফল • শিক্ষার্থীরা আত্ম-পরিচয় এবং বৃহত্তর বিশ্বে তাদের অবস্থান নিয়ে ভাববে ও বর্ণনা করবে। • শিক্ষার্থীরা কী উপায়ে পরিবেশের কল্যাণে অবদান রাখতে পারে ও অপচয় হ্রাস করতে পারে তা চিহ্নিত করবে। • শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে একটি চূড়ান্ত প্রজেক্টে কাজ করবে এবং সহপাঠীদের সামনে অভিনয়ের অনুশীলন করবে।	

Global Schools Program

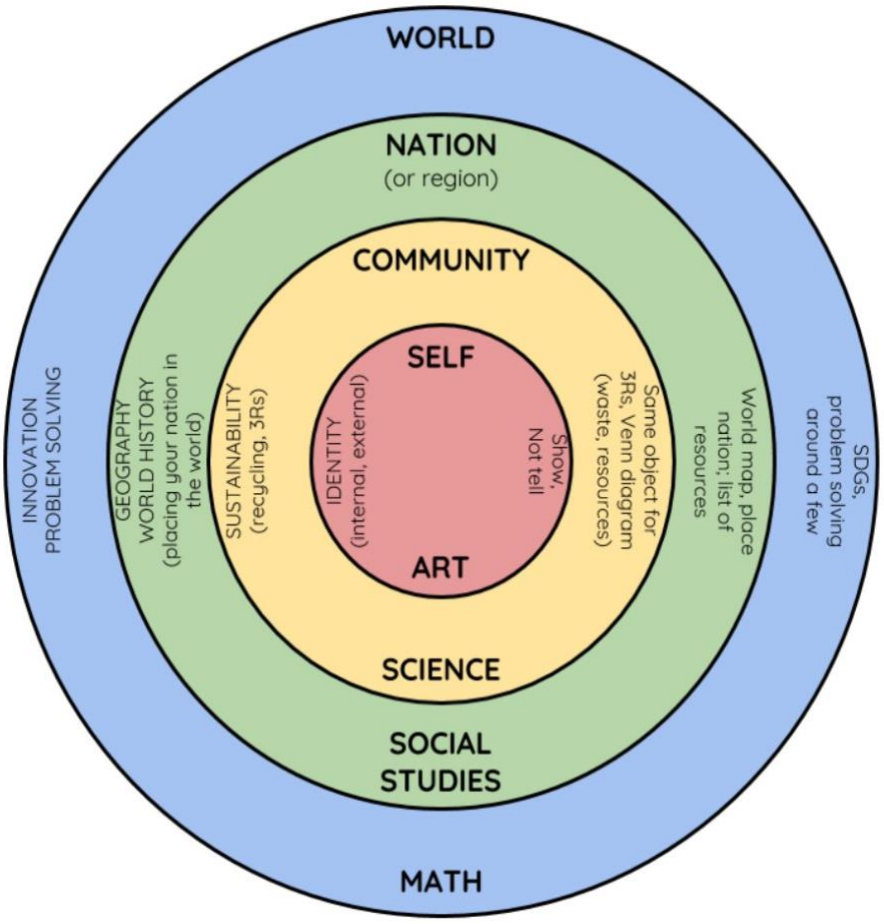

শ্রেণি: **৪র্থ** ; **পাঠ**: **০১**
"**আত্ম-পরিচয়ের বিকাশ**"

সময়সীমা: ৪৫ মিনিট
বিষয়: ভিজ্যুয়াল শিল্প, ভাষা শিল্প
মানদণ্ড: শান্তি, ন্যায়বিচার, ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান (SDG ১৬)
প্রণয়নে: Quinn Lockwood

সারসংক্ষেপ ও মূলনীতি:
"আমি কে?"- এই জিজ্ঞাসার মাধ্যমে আত্ম-পরিচয়ের ধারণা বিশ্লেষণ ও বৈশ্বিক দক্ষতা অর্জনের নিমিত্তে শিক্ষার্থীরা ৫টি পাঠের সিরিজ শুরু করবে । এই পাঠে ব্যক্তিগত পরিচয় ও সহপাঠীদের পরিচয় (অভ্যন্তরীণ পরিচয়, যেমন: রুচি ও মূল্যবোধ এবং বাহ্যিক পরিচয়, যেমন: চেহারা ও পোশাক) সংশ্লিষ্ট আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

- শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ কীভাবে তাদের পরিচয় গঠন করে সে সম্পর্কে আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- শিক্ষার্থীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কী কী, কেন সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে তারা আলোচনা করবে এবং তাদের পরিবার ও অন্য যে সকল ব্যক্তির সাথে তারা মেলামেশা করে তারা কোন বিষয়গুলোকে মূল্যায়ন করতে পারেন তা নিয়ে শিক্ষার্থীরা ভাববে এবং বিশ্বজুড়ে মানুষ কোন বিষয়গুলোকে মূল্যায়ন করতে পারেন তা কল্পনা করবে।

নির্দেশনামূলক লক্ষ্য:

- শিক্ষার্থীরা আত্ম-পরিচয়ের ধারণা বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করবে। তারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবে যে বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে পরিচয় গড়ে ওঠে এবং সেগুলোর মধ্যে মূল্যবোধ অন্যতম প্রধান একটি উপাদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে, তাদের আগ্রহের বিষয়ে ও তাদের কাছে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে কথা বলতে বলা হবে। তারা তালিকা তৈরির মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও সহপাঠীদের মূল্যবোধের মাঝে মিল ও অমিল খুঁজে বের করবে।
- মানুষের মাঝে মূল্যবোধের ভিন্নতা থাকলে কী ঘটতে পারে তা নিয়ে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করতে পারবে এবং ভিন্ন বিষয় মূল্যায়নকারী মানুষের সাথে মেশার কৌশল বের করতে পারবে।
- শুরুতেই শিক্ষার্থীদেরকে নির্দেশনা দিতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে কেন বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন বিষয়কে মূল্যায়ন করেন।

অনুধাবনমূলক লক্ষ্য:

- অনেক বিষয়ের সমন্বয়ে আত্ম-পরিচয় গড়ে ওঠে।
- আমাদের ব্যক্তিসত্তা নিরূপণের ক্ষেত্রে আমাদের মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ব্যক্তিভেদে মূল্যবোধ বিভিন্ন হতে পারে।

আবশ্যক প্রশ্নমালা:

- "পরিচয়" বলতে আমরা কী বুঝি?
- "আমি কে?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা কী কী বলতে পারি?
- কোন বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের পরিচয় গড়ে ওঠে? (উদাহরণসহ)
- কোন বিষয়গুলো আমাদের কাছে প্রয়োজনীয়?
- কেন এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে প্রয়োজনীয় মনে হয়?
- আমাদের সহপাঠী, বন্ধু ও প্রতিবেশীদের কাছে প্রয়োজনীয় বিষয় কী কী?
- সেই বিষয়গুলো কি আমরাও প্রয়োজনীয় মনে করি?
- যারা ভিন্ন বিষয়কে প্রয়োজনীয় মনে করেন তাদের সাথে আমরা কীভাবে মিশতে পারি?

শিখন ফল:

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- নিজেদের ব্যাপারে ও যা কিছু নিয়ে তাদের 'পরিচয়' তা নিয়ে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারবে।
- তাদের পরিচয়ের বিভিন্ন উপাদান, বিশেষত যেগুলো তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে কথা বলতে পারবে।
- তাদের ও তাদের সহপাঠীদের মূল্যবোধের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য খুঁজে বের করতে পারবে।
- ছবি ও শব্দে নিজেদেরকে উপস্থাপন করতে পারবে।
- সহপাঠীদের সাথে পালাবদল করে কথা বলতে পারবে।
- বৈচিত্র্যও যে উদযাপন করা উচিত তা অনুধাবন করতে পারবে।

মূল্যায়ন: শিক্ষার্থীদের স্ব-স্ব গল্পের বই।

কর্মধারা:

- **ভূমিকা (৫ মিনিট)**:
  - শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে জানাবেন যে তারা অনুশীলনের মাধ্যমে দেখতে যাচ্ছে কী কী উপায়ে মানুষের মাঝে মিল ও অমিল হয়।
  - শিক্ষক প্রথমে শ্রেণিকক্ষের মেঝের মাঝখানে যথেষ্ট বড় একটি বৃত্ত আঁকতে পারেন যাতে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী একসাথে বৃত্তটির মাঝে এঁটে যায়। এই কাজে কিছু পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন হতে পারে (যেমন: শ্রেণিকক্ষের টেবিল বা অন্যান্য আসবাবপত্র সরানো ইত্যাদি)।
  - "তুমি কি চশমা পড়?/ তোমার চুল কি বাদামি?/ তোমার কি কোন বোন আছে?/ তুমি কি কখনো বিদেশে গিয়েছো? / তুমি কি ভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারো?/ তুমি কি শাকসবজি খেতে পছন্দ কর?" - শিক্ষার্থীরা এ জাতীয় নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে শিক্ষক তাদেরকে বৃত্তটির মাঝে এসে দাঁড়াতে বলবেন।
  - শিক্ষক সবশেষে বলবেন, "যারা [বিদ্যালয়ের নাম] বিদ্যালয়ের [শিক্ষকের নাম] শিক্ষকের শিক্ষার্থী তারা বৃত্তের মাঝে এসে দাঁড়াও!" এবং সকল শিক্ষার্থী একসাথে বৃত্তটির মাঝে এসে দাঁড়াবে।

- **"আমি কে?" প্রশ্নের উত্তর প্রদান (১০ মিনিট):**
  - "আমি এমন একজন মানুষ যে..." - এই বাক্যটি সম্পূর্ণ হয় এমন কিছু প্রদত্ত উদাহরণের আলোকে শিক্ষার্থীরা "আমি কে?" – এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে ভাববে।
  - অনুশীলনের এই অংশে শিক্ষার্থীরা তাদের রুচি, শখ ও দক্ষতা (যেমন: "আমি আইসক্রিম খেতে পছন্দ করি" বা "আমি খুব দ্রুত দৌড়াতে পারি") ইত্যাদির ভিত্তিতে খুব সাধারণ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। বোর্ডে সমষ্টিগতভাবে অথবা ওয়ার্কশীটে স্বতন্ত্রভাবে এটি করা যেতে পারে।
  - শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তরে মিল ও অমিল লক্ষ করতে নির্দেশনা দিতে পারেন (উদাহরণস্বরূপ: একাধিক শিক্ষার্থী কি বলেছে "আমার যা যা পছন্দ..." অথবা "আমি যা যা করতে পারি..."?)।
  - বিশ্বের ভিন্ন প্রান্তের কেউ এ সকল প্রশ্নের কী কী উত্তর দিতে পারে তা নিয়ে ভাবার জন্য শিক্ষক এই সময়ে শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহ দিতে পারেন।

- **মূল্যবোধ পরিচিতি (৫ মিনিট):**
  - শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কী তার ভিত্তিতে আত্ম-পরিচয় নিয়ে ভাবতে বলবেন।

- শিক্ষার্থীরা বিদ্যমান তালিকায় সমষ্টিগতভাবে নতুন বিষয় যোগ করতে পারে এবং একই প্রক্রিয়ায় তাদের মধ্যে সাধারণ বিষয়গুলো লক্ষ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন: "আমি মনে করি আমার পরিবার গুরুত্বপূর্ণ" অথবা "আমি মনে করি একে অপরের প্রতি সদয় হওয়া গুরুত্বপূর্ণ"।

- **প্রজেক্ট পরিচিতি (২-৩ মিনিট):**
  - শিক্ষক ব্যাখ্যা করবেন যে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত গল্পের বই তৈরি করতে যাচ্ছে।
  - শিক্ষক তাদের নিজেদের বই দেখাবেন যেটির প্রতি পৃষ্ঠায় নির্দিষ্ট ঘটনাবলি লেখা বা আঁকা আছে।
  - শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে সাদা পাতার বই ও চিত্রাঙ্কনের নানা ধরনের সরঞ্জাম সরবরাহ করবেন।

- **শিক্ষার্থীরা প্রজেক্ট শুরু করবে (২৫ মিনিট)**:
  - পাঠের অবশিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের গল্পের বই নিয়ে কাজ করবে।
  - শিক্ষার্থীরা যথেষ্ট সময় হাতে রেখে কাজ সম্পন্ন করবে যাতে একে অপরকে যার যার গল্প দেখাতে পারে এবং গল্পগুলোতে সাদৃশ্যপূর্ণ দিকগুলো চিহ্নিত করতে পারে।
  - বইগুলোকে শ্রেণিকক্ষ প্রদর্শনীতে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।

শিক্ষক সহায়ক:

- শিখন জগত ১: আমি কে? http://tiny.cc/G3L4R1
- ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচয় পাঠ পরিকল্পনা: http://tiny.cc/G4L1R2

শ্রেণি: ৪র্থ ; পাঠ: ০২
"পরিবেশ সম্পর্কে জানা"

সময়সীমা: ৪৫ মিনিট
বিষয়: বিজ্ঞান
মানদণ্ড: নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন (SDG ৬); সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি (SDG ৭); অসমতা হ্রাস (SDG ১০); টেকসই নগর ও সমাজ (SDG ১১); দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন (SDG ১৩); জলবায়ু কার্যক্রম (SDG ১৩); জলজ জীবন (SDG ১৪); স্থলজ জীবন (SDG ১৫)
প্রণয়নে: Sharon Jiae Lee

সারসংক্ষেপ ও মূলনীতি:

- পাঠ ১ এ শিক্ষার্থীরা মূল্যবোধ কী তা শিখেছে এবং ব্যক্তিগত মূল্যবোধ চিহ্নিত করেছে ও তা নিয়ে কথা বলেছে। এই পাঠে বিশেষভাবে টেকসই পরিবেশ প্রসঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধের সাথে ব্যক্তিগত মূল্যবোধের যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মূল্যবোধের বিস্তারিত সংজ্ঞার্থ শিখবে।
- শিক্ষার্থীরা Three R's (Reduce, Reuse, Recycle) সম্পর্কে জানবে এবং বাতিল বস্তুকে সম্পদে পরিণত করার উপায় বের করবে
- শিক্ষক এমন এক প্রকার বাতিল বস্তু শ্রেণিকক্ষে আনবেন যা সমাজে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় (যেমন: কাগজ, কৌটা, বোতল, প্লাস্টিক ব্যাগ ইত্যাদি)। এই পাঠের জন্য নির্বাচিত বাতিল বস্তু হলো বোতল, তবে এটি অন্য যেকোনো বস্তু হতে পারে।

নির্দেশনামূলক লক্ষ্য:
এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- টেকসই সমাজ কীভাবে গড়ে তোলা যায় তা শিখবে ও বলতে পারবে
- সর্বোচ্চ শিখন লক্ষ্য অর্জনের ধাপসমূহ:
  - অনুভব: বাতিল বস্তুকে সম্পদে পরিণত করার ব্যাপারে সচেতনতা প্রদর্শন;
  - চিন্তা: Three R's (Reduce, Reuse, Recycle) এর ব্যাপারে জ্ঞানের প্রকাশ ;
  - কাজ: বাতিল বস্তুকে সম্পদে পরিণত করার উদ্দেশ্যে জ্ঞান ও সচেতনতাকে সৃজনশীল উপায়ে কর্মে প্রয়োগ

অনুধাবনমূলক লক্ষ্য:

- বর্জ্য আমাদের পরিবেশ ও বিশ্বের জন্য ক্ষতিকর।
- নানা সৃজনশীল উপায়ে বাতিল বস্তুকে সম্পদে পরিণত করা যায়।

- সমাজ ও বিশ্বে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে উদ্ভাবনী চিন্তার সাথে কাজের সমন্বয় ঘটাতে হবে।

আবশ্যক প্রশ্নমালা:

- Three R's কী? (Reduce, Reuse, Recycle)
- আমরা সমাজে আমাদের চারপাশে কী কী দেখতে পাই?
- আমরা কীভাবে সমাজের বাতিল বস্তুকে প্রয়োজনীয় সম্পদে পরিণত করতে পারি?

মূল্যায়ন: শিক্ষক নিচের ছক ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতা মূল্যায়ন করতে পারেন।

শিখন ফল	শর্তাবলি	পর্যবেক্ষণযোগ্য দক্ষতা/আচরণ	মূল্যায়ন
Three R's এর সংজ্ঞার্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান।	শিক্ষার্থীদেরকে ছোট ছোট দলে বিভক্ত করা। শিক্ষক প্রতি দলকে পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিত করবেন যে সবগুলো দল Three R's এর ধারণা বুঝতে পারছে কিনা।	শিক্ষার্থীরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে আলোচনা করবে।	শিক্ষার্থীরা কি Three R's এর সংজ্ঞার্থ বলতে পারে ? তারা কি প্রতিটি R – এর একটি করে উদাহরণ দিতে পারে?

সমাজের বাতিল বস্তু শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা।	দলীয় বা এককভাবে কাজ করা এবং সবার সামনে উপস্থাপন করা।	শ্রেণিকক্ষের আকারের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা- ১. একাধিক দলে ভাগ হয়ে যাবে এবং তাদের পর্যবেক্ষণ অনুসারে তাদের সমাজে বাতিল বস্তুর একটি করে তালিকা তৈরি করবে। প্রতি দল থেকে একজন প্রতিনিধি সবার সামনে উপস্থাপন করবে। অথবা, ২. প্রত্যেক শিক্ষার্থী একটি করে বাতিল বস্তুর নাম বলবে।	শিক্ষার্থী কি আলোচনায় অংশ নিচ্ছে? শিক্ষার্থী কি বাতিল বস্তুর তালিকা তৈরিতে সহযোগিতা করছে? শিক্ষার্থী কি সহজবোধ্য ভঙ্গিতে উপস্থাপন করছে?
শিক্ষকের আনা বাতিল বস্তুটিকে সৃজনশীল উপায়ে পুনর্ব্যবহারযোগ্য বস্তুতে পরিণত করা।	দলীয় বা এককভাবে	শিক্ষার্থীরা দলীয় বা এককভাবে শিক্ষকের আনা বাতিল বস্তুটিকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য বস্তুতে পরিণত করবে।	শিক্ষার্থী কি কোন পণ্য সম্পূর্ণ ব্যবহারের পর সেটি থেকে পুনর্ব্যবহারযোগ্য কিছু তৈরি করেছে?

কর্মধারা:

- **ভূমিকা (৬ মিনিট):**
    - **পাঠ ১ পর্যালোচনা:** শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে জিজ্ঞেস করবেন তারা পাঠ-১ থেকে কী কী মনে করতে পারে। শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত মূল্যবোধের ব্যাপারে কথা বলতে পারবে।

- **প্রশ্নমালা:** কার মনে আছে মূল্যবোধ কী? কেউ ব্যক্তিগত মূল্যবোধ নিয়ে কথা বলতে পারো কি? আমাদের মূল্যবোধ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও কি আমরা বন্ধু হতে পারি?
  - শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে জানাবেন যে আজ তারা তাদের সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে শিখতে যাচ্ছে।

- **প্রশ্নমালা:** কেউ কি আমাকে বলতে পারবে তোমাদের মতে তোমাদের পরিবারের কাছে কী গুরুত্বপূর্ণ? আমাদের সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ কী?
  - উত্তরগুলো শোনার পরে শিক্ষক সেগুলো থেকে টেকসই পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত সামাজিক মূল্যবোধগুলো বাছাই করবেন।

- **প্রশ্নমালা:** তোমাদের মতে প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে আমাদের সমাজের ভাবনা কী? আমরা কি প্রকৃতিকে সম্মান করি? কেন বা কেন নয়?

- **The Three R's (১৪ মিনিট):**

  - বর্জ্যের ধারণা ও প্রভাব পরিচিতি (যা কিছু আমরা ফেলে দিই):
    - ছবির মাধ্যমে পরিবেশের উপর বর্জ্যের প্রভাব প্রদর্শন: বাতিল বস্তু ফেলে দেওয়ার কারণে পরিবেশ দূষণ, পানি দূষণ, মাটি দূষণ ঘটে।
    - বাতিল বস্তু ফেলে দেওয়া যে পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর সে ব্যাপারে শিক্ষক গুরুত্বারোপ করবেন।
    - শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে একাধিক দলে বিভক্ত করবেন এবং তারা সমাজে যেসকল বাতিল বস্তু দেখে তা নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন অথবা, তাদেরকে এককভাবে এ বিষয়ে চিন্তা করতে বলবেন। (শিক্ষার্থীদের সংখ্যার ভিত্তিতে)।
    - শিক্ষক কয়েকজন প্রতিনিধিকে তাদের দল কর্তৃক তৈরিকৃত বাতিল বস্তুর তালিকা উপস্থাপন করতে বলবেন।

    - **প্রশ্নমালা:** বর্জ্য কী? তোমাদের মতে বর্জ্যের প্রভাব কী? এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী? আমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু করার আছে।

- Three R's পরিচিতি:
  - শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে দলে বিভক্ত করবেন। Three R's এর প্রতি R এর সংজ্ঞার্থ বলবেন এবং সেগুলো কীরূপে প্রয়োগ করা যায় তা নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে ভাবতে বলবেন।

    - **Reduce:** Reducing হলো পরিবেশকে সাহায্য করার সবচেয়ে ভালো উপায়। নিত্য ব্যবহার্য জিনিস কীভাবে Reduce করা যায় শিক্ষক তা নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে দলীয়ভাবে ভাবতে বলবেন (যেমন: কোনকিছু কেনার বদলে ধার করা)।
    - **Reuse:** জিনিসপত্র ফেলে দেওয়ার বদলে সেগুলো পুনরায় কীভাবে ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে আমরা ভাবতে পারি। শিক্ষক এর উপায়গুলো ভেবে করতে বলবেন (যেমন: এককালীন কাগজের / প্লাস্টিকের কাপ ব্যবহার করার বদলে ব্যক্তিগত পানির বোতল বহন ও ব্যবহার করা)।
    - **Recycle:** যেসকল জিনিস সরাসরি পুনরায় ব্যবহার করা যায় না সেগুলোর বেশিরভাগই কিছু অদলবদলের মাধ্যমে পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা যায়। শিক্ষক এর উপায়গুলো ভেবে করতে বলবেন (যেমন: বিভিন্ন বস্তুকে ভাগ করা এবং পৃথকভাবে সেগুলো ফেলে দেওয়া divide up different materials and throw them away separately)।

    - **প্রশ্নমালা:** আমাদের সমাজের বর্জ্য নিয়ে আমাদের কী করা উচিত? Three R's কী? Reduce (হ্রাস করা) বলতে কী বোঝায়? Reuse (পুনর্ব্যবহার করা) বলতে কী বোঝায়? Recycle (সংস্কার করা) বলতে কী বোঝায়?

- **কার্যক্রম (১৫ মিনিট):**

  - দলীয় বা এককভাবে প্রতি শিক্ষার্থীকে শিক্ষক একটি করে বোতল দিবেন এবং সেটিকে সৃজনশীল উপায়ে পুনর্ব্যবহারযোগ্য বস্তুতে পরিণত করতে বলবেন।
  - শিক্ষার্থীদেরকে কেঁচি, টেপ, আঠা, রঙিন কাগজ ইত্যাদি সরবরাহ করবেন।
  - শিক্ষার্থীদেরকে বলবেন তারা যেন একে অপরের ধারণা প্রকাশে, শ্রদ্ধার সাথে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম ধারণা শুনতে এবং প্রদত্ত সমস্যাটির সৃজনশীল সমাধান বের করতে একে অপরকে সহযোগিতা করে।
  - ১০ মিনিট শ্রেণির কাজের পর শিক্ষার্থীরা তাদের বোতল দিয়ে কে কী করেছে তা নিয়ে শিক্ষক তাদেরকে ৫ মিনিট ধরে দলীয় বা একক উপস্থাপনা করতে বলবেন।

- **প্রশ্ন:** কীভাবে আমরা এই বর্জ্যকে কাজে লাগাতে পারি?

- **সমাপ্তি (৫ মিনিট):**

  - শিক্ষক পরিবেশের উপর বর্জ্যের প্রভাবের বিষয়ে আবারও গুরুত্বারোপ করবেন। শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন পরিবেশের উপকারের জন্য Three R's কী। পরিবেশের উপকারে আমাদের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করতে পারে – এ কথা সবাইকে মনে করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষক পাঠের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

  - **প্রশ্নমালা:** আমরা আজ বর্জ্য বিষয়ে কী শিখলাম? Three R's কীভাবে পরিবেশকে সাহায্য করে? আমরা কীভাবে পরিবেশকে সাহায্য করতে পারি?

শিক্ষার্থী সহায়ক:

- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: http://tiny.cc/G4L2R1
- Kids NIH: http://tiny.cc/G4L2R2
- Three R's বিষয়ক ভিডিও সংগীত : http://tiny.cc/G4L2R3

শিক্ষক সহায়ক:

- বর্জ্যের সংজ্ঞার্থ: http://tiny.cc/G4L2R4
- পরিবেশের উপর বর্জ্যের প্রভাব: http://tiny.cc/G4L2R5
- ফেলনা থেকে খেলনা: http://tiny.cc/G4L2R6
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাক্রম ও কর্মপরিকল্পনা: http://tiny.cc/G4L2R7
- পরিবেশের The 3 R's: http://tiny.cc/G4L2R8
- (ভিডিও) বোতল রিসাইক্লিং এর সৃজনশীল পদ্ধতি: http://tiny.cc/G4L2R9

শ্রেণি: **৪র্থ** ; **পাঠ**: **০৩**
"**রাষ্ট্র ও সম্পদ**"

সময়সীমা: ৪৫ মিনিট
বিষয়: সমাজ পরিচিতি
মানদণ্ড: দারিদ্র্য বিলোপ (SDG ১); ক্ষুধা মুক্তি (SDG ২); নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন (SDG ৬); সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি (SDG ৭); যথোচিত কর্ম ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (SDG ৮); শিল্প, উদ্ভাবন, ও অবকাঠামো (SDG ৯); দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন (SDG ১২); লক্ষ্য পূরণে অংশীদারত্ব (SDG ১৭)

প্রণয়নে: Holing Yip

সারসংক্ষেপ ও মূলনীতি:

- বিগত পাঠের আলোকে শিক্ষার্থীদের চারপাশের ভৌত উপাদানের বিষয়ে সচেতনতা অর্জন করা হলে, এই পাঠে তারা শিখবে কীভাবে সম্পদ (মাঝেমধ্যে বর্জ্যও) বিনিময়ের মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চল ও দেশের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হতে পারে।
- দৈনন্দিন সম্পদ আহরণের উৎস বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করবে যে অঞ্চল ও দেশসমূহ আন্তঃসম্পর্কযুক্ত ও আন্তঃনির্ভরশীল।
- বিশ্ব সম্পর্কিত পরবর্তী পাঠের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করবে যে এই আন্তঃসম্পর্ক কীভাবে বৈশ্বিক যোগাযোগকে প্রভাবিত করে।

নির্দেশনামূলক লক্ষ্য:

- শিক্ষার্থীরা যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করবে কেন নির্দিষ্ট কিছু পণ্য সেগুলোর উৎপাদন স্থলে উৎপাদন করা সম্ভব এবং কেন সেগুলো আমদানি করা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীরা মাইন্ড ম্যাপ ব্যবহার করে তাদের ধারণাগুলোকে রেকর্ড করবে এবং মাইন্ড ম্যাপকে গাইড হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে যুক্তি গঠন করবে।
- শিক্ষার্থীরা আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করবে।

অনুধাবনমূলক লক্ষ্য:

- আমাদের নিত্য ব্যবহার্য কিছু পণ্য আমাদের অঞ্চল বা দেশের অভ্যন্তরে এবং কিছু পণ্য অন্যান্য স্থানে উৎপাদিত হয়ে থাকে।
- এই অঞ্চলগুলো সম্পদ বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তঃসম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে।

আবশ্যক প্রশ্নমালা:

- এই পণ্যটি কোথায় উৎপাদিত হয়েছে?
- এই পণ্যটির উৎপাদন স্থল আমাদের অবস্থান থেকে কত দূরে?
- এই পণ্যটি উৎপাদন করতে আমাদের কী ধরনের পরিস্থিতি ও মালামাল প্রয়োজন?
- এই পণ্যটি কি আমরা স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করতে পারি?
- এই পণ্যটি কি আমরা অন্য কোন স্থানে উৎপাদন করতে পারি?
- এই পণ্যটি কোথায় উৎপাদন করা যাবে তা আমরা কীভাবে নির্বাচন করতে পারি?
- এই পণ্যটি প্রয়োজন হওয়া সত্ত্বেও স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা না গেলে কী ঘটবে?
- এই পণ্যটি স্থানীয়ভাবে উৎপাদন ও আমদানি করার সুবিধা-অসুবিধা কী কী?

- তোমার কি মনে হয় একটি অপরটি অপেক্ষা উত্তম? কেন অথবা কেন নয়?

শিখন ফল:

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- একটি করে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত সাধারণ পণ্য ও আমদানিকৃত পণ্য সম্পর্কে জানবে।
- কমপক্ষে একটি পণ্য উৎপাদনের সুনির্দিষ্ট শর্তাবলি শিখবে।
- কমপক্ষে একটি অঞ্চল বা দেশের নাম বলতে পারবে যেটির সাথে শিক্ষার্থীদের অঞ্চল বা রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান।

মূল্যায়ন:

- মাইন্ড ম্যাপ
- পাঠ বিষয়ক চিন্তা ও বিতর্কে আলোচনামূলক অংশগ্রহণ

কর্মধারা:

- **ভূমিকা (৫ মিনিট):**
  - শিক্ষক বস্তু বা পণ্যের তালিকার ছবি উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে অনুমান করতে বলবেন যে সেগুলো কোথায় উৎপাদিত হয়েছে।
  - বিকল্প হিসেবে, যদি যথেষ্ট সময় থাকে তাহলে ছোট দলীয় কাজ করানো যেতে পারে যেখানে একজন শিক্ষার্থী পণ্যের লেবেল পড়ে সেটি কোথায় উৎপাদিত হয়েছে তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে এবং দলের বাকি সদস্যরাও একই সাথে অনুমান করবে যে পণ্যটি কোথায় উৎপাদিত হয়েছে।

- **প্রস্তুতি (১০ মিনিট):**
  - শিক্ষক একটি আমদানিকৃত পণ্য নির্বাচন করবেন এবং পণ্য আমদানি ও স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের সুবিধা-অসুবিধা নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের মাঝে brainstorming session পরিচালনার মাধ্যমে মাইন্ড ম্যাপের ব্যবহার তুলে ধরবেন।
  - শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজস্ব অঞ্চল/দেশ এবং পণ্যটির উৎপাদন স্থলের মধ্যে বিদ্যমান সাধারণ বিষয়গুলো বিবেচনা করতে বলবেন।

- **শিক্ষার্থীদের মাইন্ড ম্যাপ (১০ মিনিট):**
  - শিক্ষক অপর একটি পণ্য নির্বাচন করবেন এবং তারপর শিক্ষার্থীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পোস্টার কাগজে একইরকম মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করবে।

- **উপস্থাপনা (১৫ মিনিট):**
  - ছোট ছোট দলগুলো দ্বারা তৈরিকৃত মাইন্ড ম্যাপ শ্রেণিকক্ষের সামনে প্রদর্শিত হবে।
  - শিক্ষার্থীদেরকে বিতর্কের উদ্দেশ্যে দুই পক্ষে বিভক্ত করা হবে: এক পক্ষ যুক্তি দিয়ে বলবে যে নির্বাচিত পণ্যটি আমদানি করাই উত্তম এবং অপর পক্ষ যুক্তি দিয়ে বলবে যে পণ্যটি স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করাই উত্তম।
  - শিক্ষার্থীরা সকল দলের তৈরি পোস্টার মাইন্ড ম্যাপ থেকে তথ্য নিয়ে তাদের যুক্তি দাঁড় করাতে পারে।

- **সমাপ্তি (৫ মিনিট):** বিতর্কের সমাপ্তি ঘোষণা করতে শিক্ষক ব্যাখ্যা করবেন যে অঞ্চল ও দেশসমূহ সর্বদা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার্থীরা সমষ্টিগতভাবে আঞ্চলিক নির্ভরশীলতার সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করবে।

শিক্ষার্থী সহায়ক: বিশ্ব মানচিত্র বা আঞ্চলিক মানচিত্র যাতে শিক্ষার্থীরা পণ্যের উৎপাদনস্থল চিহ্নিত করতে পারে

শিক্ষক সহায়ক: শিক্ষক নিচের তালিকা থেকে একটি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্য ও একটি আমদানিকৃত পণ্য নির্বাচন করতে পারেন:

- পানি
- একটি ফল
- একটি সবজি

- রান্নার তেল/মসলা
- জ্বালানি
- পানীয়
- একটি প্রক্রিয়াজাত খাবার
- কাপড়
- ভবন / নির্মাণ সামগ্রী
- কলম
- একটি বই
- একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র

শ্রেণি: **৪র্থ** ; **পাঠ**: **০৪**
"**SDGs ও করণীয় ধাপসমূহ**"

সময়সীমা: ৪৫ মিনিট
বিষয়: গণিত
মানদণ্ড: দারিদ্র্য লোপ (SDG ১), ক্ষুধা মুক্তি (SDG ২), সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (SDG ৩), মানসম্মত শিক্ষা (SDG ৪), নারী-পুরুষের সমতা (SDG ৫)
প্রণয়নে: Eva Flavia Martinez Orbegozo

সারসংক্ষেপ ও মূলনীতি: বিশ্ব পরিসংখ্যান বিষয়ক জ্ঞান আহরণের মাধ্যমে এবং বিশ্ব নাগরিক ও সমাজের সম্ভাব্য রূপকার হিসেবে ভূমিকা পালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিশ্ব নাগরিক হিসেবে নিজেদের অবস্থান বিশ্লেষণ করবে।

নির্দেশনামূলক লক্ষ্য: শিক্ষার্থীরা তাদের আবাসভূমি পৃথিবী সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক উপাত্ত ও পরিসংখ্যান বিষয়ে অনুধাবন করবে। তারা বিশ্ব জনসংখ্যা, ধর্মের বিভাজন, শিক্ষাগত অর্জন প্রভৃতি মুখ্য বিষয়গুলোর আলোচনা প্রসঙ্গে গাণিতিক উপকরণ ব্যবহার করবে। তাদেরকে আত্ম-প্রতিফলন, বিশ্লেষণী চিন্তা, দলীয় কাজ ও আলোচনায় অংশ নিতে বলা হবে।

অনুধাবনমূলক লক্ষ্য: শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করবে যে গণিত ও পরিসংখ্যান হলো বিশ্বকে বর্ণনা করার, বিভিন্ন বাস্তবতার মধ্যে তুলনা করার এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা তৈরির উপকরণ। এছাড়াও তারা উপলব্ধি করবে যে তাদের চারপাশের জগতের সাথে তাদের সম্পর্ক বুঝতে এবং এর উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে প্রধান বৈশ্বিক বিষয়গুলোর ব্যাপারে জ্ঞানার্জন একটি অত্যাবশ্যকীয় শর্ত।

আবশ্যক প্রশ্নমালা:

- বিশ্বের বর্ণনা প্রসঙ্গে শতকরা হিসাব গুরুত্বপূর্ণ কেন?
- বিভিন্ন পরিসংখ্যানের মধ্যে তুলনা করতে আমরা কীভাবে চার্ট ব্যবহার করতে পারি?
- এই উপাত্তগুলো কি বিশ্ব সম্পর্কিত তথ্যাবলি বোঝার পক্ষে সহায়ক?
- এগুলো দেখে তোমাদের কেমন অনুভূতি হয়?
- বিশ্বের এই চিত্র সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কী?
- এই কাজের ফলে কি বিশ্ব সম্পর্কে তোমাদের ধারণার পরিবর্তন হয়েছে? আরো ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য তোমরা কী করতে পারো?

- তোমাদের কি মনে হয় নির্দিষ্ট বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে মানুষকে প্রভাবিত করতে এবং পরিবর্তন ঘটাতে পরিসংখ্যান সহায়ক ভূমিকা পালন করে?

শিখন ফল:
এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে শতকরা হিসাব ও চার্ট ব্যবহারের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করবে।
    - কৌতূহলোদ্দীপক, বিস্ময়কর বা চমকপ্রদ তথ্য তুলে ধরে এমন কোন শতকরা হিসাব ব্যবহার করে তারা প্রত্যেকে অন্তত একটি বাক্য লিখবে এবং কারণ ব্যাখ্যা করবে।
- বিশ্ব জনসংখ্যা, ধর্মের বিভাজন, শিক্ষাগত অর্জন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বর্ণনা করতে শতকরা হিসাব ও চার্ট ব্যবহার করবে এবং যেকোনো একটি SDG'র সাথে সম্পর্কিত প্রধান চিত্রগুলো নিয়ে একটি দলীয় উপস্থাপনা করবে।
- পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতে ও পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহ জোগাতে পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করবে।
    - তারা তাদের উপস্থাপনার শেষে এই বর্ণনা যুক্ত করবে।

মূল্যায়ন: পৃথক প্রশ্ন ও দলীয় উপস্থাপনা।

কর্মধারা:

- **ভূমিকা (অনুভব):**

    - প্রদত্ত লিঙ্কে গিয়ে "If the World was 100 People..." ভিডিওটি দেখবে: http://www.100people.org
        - ভিডিও পাওয়া না গেলে নিচের ওয়েবসাইট থেকে উপাত্ত নিয়ে তথ্যচিত্র বানানো যেতে পারে: http://100people.org/statistics_100stats.php?section=statistics

    - **সংলাপ**: শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে যা নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন- ■ কোন সংখ্যাগুলো তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে? ■ সেগুলো কোন বিষয়ের সাথে জড়িত?

- শিক্ষার্থীরা জোড়া বেঁধে আলোচনা করবে এবং পৃথকভাবে লিখবে:
  - শিক্ষার্থীরা একটি কাগজে এমন একটি সংখ্যা লিখবে যেটি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, আরো লিখবে সেই সংখ্যা কোন বিষয়ের সাথে জড়িত এবং কেন এটি তাদের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক, গুরুত্বপূর্ণ ,দারুণ, আশ্চর্যজনক বা অন্যায় ইত্যাদি মনে হচ্ছে।
  - সময়সাপেক্ষে শিক্ষার্থীরা একাধিক বাক্য লিখতে পারে, তবে নির্বাচিত উপাত্ত সম্পর্কে তাদের অনুভূতি প্রকাশই মুখ্য।
  - বাক্যটির গঠন হতে পারে এরূপ:

- "প্রতি ১০০ ব্যক্তির মধ্যে, ____ ব্যক্তি _____।"
- " আমার মনে হয়_____কারণ_____।"

- সবশেষে শিক্ষক কয়েকটি উদাহরণ বাছাই করবেন এবং বোর্ডে শতকরা হিসাব লিখবেন।

- **শতকরা (চিন্তা):**
  - শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রদত্ত সংখ্যাকে শিক্ষক শতকরায় রূপান্তর করে বোর্ডে লিখবেন। এই পদ্ধতিতে যেসকল তথ্য শিক্ষার্থীদের কাছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হবে।
    - **উদাহরণ:** ১ জন অনাহারে মারা যায়, ১৫ জন অপুষ্টির শিকার, ২১ জন স্হূলকায় → ১% অনাহারে মারা যায়, ১৫% অপুষ্টির শিকার, ২১% স্হূলকায়।

  - একজন সঙ্গীর সাথে জোড়া বেঁধে শিক্ষার্থীরা তাদের লেখা বাক্যগুলো একে অপরের সাথে বিনিময় করবে এবং সংখ্যাগুলোকে শতকরা হিসাবে রূপান্তর করবে। এরপর প্রতি জোড়া শিক্ষার্থী তাদের ফলাফল আলোচনা করবে এবং আলাদা আলাদা কাগজে লিখবে।

- **চার্ট (চিন্তা):** প্রতি জোড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচিত একটি ক্যাটাগরির জন্য এক সেট সংখ্যা ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক ব্যাখ্যা করবেন যে কীভাবে সেই শতকরা হিসাবগুলো একটি ব্লক চার্টে তুলনামূলকভাবে দেখানো যায়।

- **উপস্থাপনা (কাজ):**
    - শিক্ষার্থীরা তাদের কাছে কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয় এমন একটি বিষয়ে এক সেট উপাত্ত নিয়ে দলীয় কাজ করবে (এটি মাত্র দুইটি শতকরা হিসাব দ্বারা সরলভাবে গঠিত হতে পারে ; যেমন: ৮৩ জন পড়তে ও লিখতে পারে যেখানে ১৭ জন পড়তে ও লিখতে পারে না)। তারা নিম্নোক্ত বিষয়ের সমন্বয়ে একটি বোর্ড বানাবে:
        - শতকরা
        - ব্লক চার্টে উপস্থাপন (শিক্ষক অঙ্কিত অক্ষ (graduated axes) সংবলিত কাগজ (গ্রাফ কাগজ) সরবরাহ করতে পারেন যেটিতে শিক্ষার্থীরা চার্ট আঁকবে)
        - উল্লিখিত সংখ্যার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ধারণার উপর বুলেট পয়েন্ট। এতে তারা এই চার্টের হিসাবগুলো কোন সমস্যার সংকেত দিচ্ছে কিনা, এ ব্যাপারে তাদের অভিমত কী, এটি কেন একটি সমস্যা এবং/অথবা এটির সমাধান কী হতে পারে – এসব উল্লেখ করতে পারে।
    - শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দল শ্রেণিতে তাদের বোর্ড উপস্থাপন করবে এবং তাদের মতামত ব্যক্ত করবে। প্রতিটি দল তাদের উপস্থাপনার উপকরণ শিক্ষকের নিকট জমা দিবে।

শিক্ষক সহায়ক:

- "If the World was 100 People…": http://www.100people.org

শ্রেণি: ৪র্থ ; পাঠ: ০৫
"সবে মিলে করি কাজ"

সময়সীমা: ৪৫ মিনিট
বিষয়: থিয়েটার, ভাষা
মানদণ্ড: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান (SDG ১৬)
প্রণয়নে: Madhuri Dhariwal

সারসংক্ষেপ ও মূলনীতি: বিগত ৪টি পাঠ থেকে লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতার সমন্বয় করে শিক্ষার্থীরা একটি অভিনয় শিল্পের প্রজেক্ট তৈরি করবে। এর ফলে বিভিন্ন বিষয়ের শিখন ফলের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হবে।

নির্দেশনামূলক লক্ষ্য: এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বৃহত্তর বিশ্বের সাথে নিজের পরিচয়কে একাত্ম করতে পারবে এবং টেকসই উন্নয়নে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত হবে।
- SDGs বিষয়ক জ্ঞানের আলোকে বৃহত্তর বিশ্বের সমস্যাগুলো শনাক্ত করতে পারবে।
- একটি স্বরচিত নাটকের মাধ্যমে এই জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ করতে পারবে এবং এর ফলে থিয়েটারের মাধ্যমে চিন্তাভাবনা প্রকাশের ব্যাপারে উপলব্ধি করতে পারবে।

অনুধাবনমূলক লক্ষ্য:

- ভাবপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কীভাবে থিয়েটারকে ব্যবহার করা যায়
- ব্যক্তিসত্তা, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের পারস্পরিক সম্পর্ক কী
- টেকসই প্রবৃদ্ধিতে ব্যক্তিবিশেষের অবস্থান বা ভূমিকা কী
- বিশ্বের সাথে আমাদের সম্পর্ক কীরূপ (ভৌগোলিকভাবে, ঐতিহাসিকভাবে ইত্যাদি)

আবশ্যক প্রশ্নমালা:

- ভাবপ্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যম কী কী? (লেখা, বলা, অভিনয় করা, বিবিধ শিল্প) ● তোমার মূল্যবোধ কি পৃথিবীকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে সহায়তা করে?
- বিশ্বে বর্তমানে যে সকল সম্পদ আছে তা কি কেবল আমাদেরই জন্য? ● আমাদের কি বৈশ্বিক সংকট নিয়ে বিচলিত হওয়া উচিত?

শিখন ফল:
এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

শিখন ফল	শর্তাবলি	পর্যবেক্ষণযোগ্য দক্ষতা/আচরণ	মূল্যায়ন
অনুধাবন করবে যে তাদের নিজস্ব গণ্ডির বাইরেও বড় একটি জগত রয়েছে	পাঠ ৩-৪	তাদের পাণ্ডুলিপি / নাটিকাতে প্রদর্শন করবে	শিক্ষার্থীরা কি বৈশ্বিক সম্পদ চিহ্নিত করতে পারে?
তাদের মূল্যবোধের সাথে বিশ্বের সংযোগ অনুধাবন করবে	পাঠ ১-৪	তাদের পাণ্ডুলিপি / নাটিকাতে প্রদর্শন করবে	শিক্ষার্থীরা কি বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও বৈশ্বিক সংকট নিরসনের প্রেক্ষিতে তাদের মূল্যবোধ সম্পর্কে কথা বলতে পারে?
তাদের ধারণাগুলোকে নাটিকার মাধ্যমে তুলে ধরবে	ক্ষুদ্র দল	পাণ্ডুলিপি রচনা	নাটিকার বিষয়বস্তুতে কি শ্রেণিতে ও পাঠ ১-৪ এ আলোচিত ধারণাসমূহ প্রতিফলিত হয়েছে?
সম্মিলিত কাজ	ক্ষুদ্র দল	পাণ্ডুলিপি লেখার সময়ে যার যার ধারণা নিয়ে আলোচনা	শিক্ষার্থীরা কি দলীয় কাজে একে অপরকে সাহায্য করে?

মূল্যায়ন:

- পাঠের কাঙ্ক্ষিত শিখন ফল অর্জিত হয়েছে কিনা তা মূল্যায়ন করতে শিক্ষকের জন্য সহায়ক কিছু মূল্যায়ন উপকরণ হলো:
  - শিক্ষার্থীবৃন্দ কর্তৃক রচিত নাটিকা ('শিক্ষক সহায়ক' অংশে রুব্রিক্স দ্রষ্টব্য)
    - নাটিকা সংশ্লিষ্ট চিন্তাভাবনা (brainstorming session) থেকেও শিক্ষক মূল্যায়ন করতে পারবেন যে বিগত পাঠের শিখন ফল অর্জিত হয়েছে কিনা।

- উপরিউক্ত লক্ষ্য-১ এর অধীনে একটি সংক্ষিপ্ত জরিপ / প্রশ্নমালার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং বৈশ্বিক সংকটে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা ("শিক্ষক সহায়ক" অংশে উদাহরণ দ্রষ্টব্য)।
- যেহেতু এটি বিগত ৪ টি পাঠের সমন্বয়ে তৈরি তাই সেই পাঠগুলোর মূল্যায়ন ইতোমধ্যে করা হয়ে থাকবে।

কর্মধারা :

শিক্ষকের করণীয়	সময়	শিক্ষার্থীদের করণীয়
শিখন ফল ব্যাখ্যাপূর্বক শিক্ষক ঘোষণা করবেন যে বিগত ৪ টি পাঠ থেকে লব্ধ তথ্যের আলোকে শিক্ষার্থীরা একটি নাটিকা লিখতে যাচ্ছে। ব্যক্তিগত ভাবপ্রকাশের বিভিন্ন রূপ উল্লেখ করবেন ও তন্মধ্যে অন্যতম হিসেবে থিয়েটারকে শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করবেন।	৫ মিনিট	শিখন ফল অনুধাবনের চেষ্টা করবে এবং ব্যক্তিগত ভাবপ্রকাশের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে তাদের ধারণা প্রদান করবে।
নাটিকা ও শিক্ষার্থীদের নিকট প্রত্যাশিত কাজের খসড়া সরবরাহ করবেন।	৫ মিনিট	উদাহরণ থেকে শিখবে এবং না বুঝে থাকলে প্রশ্ন করবে।
নাটিকাটির ধারণা নিয়ে শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনায় (brainstorming session) সহায়তা করবেন এবং তাদের আলোচনার ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বাছাই করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হয়ে থাকলে দুইটি দলে বিভক্ত করবেন এবং দুইটি দলকে দুইটি ভিন্ন নাটিকা লিখতে বলবেন।	১০ মিনিট	দলীয়ভাবে নাটিকাটি কেমন হবে সে ব্যাপারে বিভিন্ন ধারণা নিয়ে চিন্তাভাবনা ও আলোচনা করবে।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হয়ে থাকলে পাণ্ডুলিপির একেকটি অংশ লেখার জন্য একেকজন শিক্ষার্থী / দলকে মনোনীত করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে পাণ্ডুলিপিতে প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য অনধিক ৫-১০ লাইন থাকবে। নানাভাবে ভূমিকা বণ্টন করা যেতে পারে ; যেমন: শিক্ষক নাটিকাটিকে ৪ টি পর্বে / দৃশ্যে ভাগ করবেন, একেকটি পর্ব / দৃশ্যের জন্য একেকটি দলকে মনোনীত করবেন এবং প্রতি দৃশ্যের জন্য চরিত্র ভাগ করে দিবেন।	৫ মিনিট	চরিত্র / দলে খাপ খাইয়ে নিবে।
শিক্ষার্থীদেরকে পাণ্ডুলিপি লেখার জন্য সময় দিবেন।	২০ মিনিট	যার যার অংশ লিখবে।
সকল অংশ সংগ্রহ করবেন এবং নিজ বাড়িতে বসে এগুলোর সমন্বয় করবেন।	১ মিনিট	লিখিত অংশ জমা দিবে।
শিক্ষক তাঁর বাড়িতে নাটিকাটি সমন্বয় ও সম্পাদনা করবেন এবং পরবর্তী কার্যদিবসে শিক্ষার্থীদের সাথে বিশদ আলোচনা করবেন। এরপর শিক্ষার্থীরা এটি শ্রেণিকক্ষে, বিদ্যালয়ে অথবা বার্ষিক পরিবেশনা হিসেবে মঞ্চস্থ করতে পারে!		

শিক্ষক সহায়ক:

- নাটিকার উদাহরণ: http://tiny.cc/G4L5R1
  - রুব্রিক্স:
    - ১. নাটিকাটির বিষয়বস্তুতে দ্রষ্টব্য:
      - শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ
      - টেকসই পরিবেশ সম্পর্কিত মূল্যবোধ
      - বিশ্বের সাথে সংযোগ
    - ২. নাটিকাটি কি-
      - চিত্তাকর্ষক?
      - সহজবোধ্য?

■ সুগঠিত?